বিপ্লব

রবিবারে সূর্যপ্রণাম,পকেটে পান পাতা রাখা,সোমবারে শিবের পূজা থেকে সাদা পোশাক বা মঙ্গলবারে মেটে সিদুরের টীকা লাগানো থেকে শুরু করে একেকদিন বেরোনোর আগে মুখে সরষের দানা দিয়ে বেরিয়েও লাভ হলনা... চাকরির চেষ্টায় ঘষছি এখনও।
গোলাপদিঘী আগে বিখ্যাত ছিল গোলাপের জন্য এখন বিখ্যাত জ্যামজট আর পার্টির মিটিং মিছিলের জন্য।ওয়েসিসের মতো একটুকরো চাতালটায় বসতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল..বলা ভালো কানে এল।গলার আওয়াজ কখনো রেডিওর অ্যানাউন্সারের মতো কখনো মাচার ঘোষকের মতো ওঠানামা করছে,আমি শুনতে থাকলাম।
হিন্দুদের নমস্কার নয়, মুসলমানদের সালাম নয়,কারণ আমি ধর্মের ঝামেলা চাইনা।
আপনারা ভাবছেন ৫ মিনিটের বক্তিমে দিয়ে এ শেষে হয়তো দাদ হাজার মলম বা চোখের লোশন বেঁচবে।আজ্ঞে না,মানুষকে অন্ধ বানানোর কাজ কাদের?-ডাক্তারের আমার না।ঠিক তো?
তাহলে হয়তো আপনারা ভাবছেন-দাঁতের মাজন..উঁহু তাও না।আরে আমি আপনাদের এত বোকা ভাবিনা-দেশে চেবানোর মতো অন্ন নেই,দাত শক্ত করে কী চিবাবে?কাঁকর?
না মশাইরা,আমি আপনাদের ভাগ্যও বলবনা।কারণ সবাই জানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে তামাশা করে,আর যে যে দেখে দুজনেরই ভাগ্য খারাপ।
আপনারা ভাবছেন এত ভণিতা করে কি এমন বেচঁবে,যা এই শহরে পাওয়া যায়না?
বন্ধুরা এই শহরে তিল থেকে তাল,জিরে থেকে হীরে
সস্তার হোটেল থেকে ফাইভ স্টার সবই আছে।
শুধু চাই পকেটে পয়সা-যেটা আমার আপনার নেই,সব ফক্কা,সব ফক্কা।
এখানে দাঁড়ানো সবার ইচ্ছে বড় গাড়ি,সুন্দর নারী কিন্তু পয়সা..পয়সাই নেই..আমি শিখাবো পয়সা কীভাবে কামাতে হয়।শুনবেন তো?.. শুনবেন সবাই।সব্বাই শুনবে,সবাই বড়লোক হবে..পয়সা করবে কিন্তু-এটা কলিযুগ ভাই,এখন সবকিছুরই মূল্য আছে,কিছুই ফ্রী নয়, আমারও অ্যাডভাইস ও না।শুনুন তাহলে প্রথম নিয়ম,আগে নজর উঁচু করতে হবে।তবে তাঁর আগে আমার চার্জ..লোকটা আরও কিছু বলে যাচ্ছিল।
কিছুপর গাছতলায় এসে বসার পর লোকটাকে দেখলাম ভালো করে। গায়েচাপানো হাটু-সমান আলখাল্লা,মলিন একটা শার্ট ও কালো প্যান্ট।কোনো বিশেষত্ব নেই।
একমুখ হাসি আর একটা বিড়ি বিনিময় করে লোকটা নিজের পরিচয় দিল -
আমি বাচিকশিল্পী,আপনারা যাকে পাতি কথায় বলেন হকার।
হঠাৎ রেলের ঝমাঝম শব্দ আর প্যাসেঞ্জারের কথাবার্তার ক্যাকোফনির আবহ নামিয়ে আনলেন ভদ্রলোক , অবিচল ভাবে স্ক্রিপ্ট আওরে যেতে থাকলেন।
আমাদের, কেউ বেঁচে সবচেয়ে দামি অস্ত্র -কলম। রাষ্ট্রপতিও ব্যবহার করেন, কেরানিও। কেউ বেচেন ফটাস জল-খেলে বল..না খেলে দুর্বল।কেউ মরশুমি ফল থেকে মিষ্টি,জল,রুমাল,খেলনা,বাতের মলম,নানান বই ইত্যাদি।
আর আমি বেঁচি কথা.. আপনারা যাকে বলেন..ইনফ্লুয়েন্সার
সেটাও তো একরকম শিল্প কি বলেন।কি করব মুখে স্বাদ নেই,খিদের বাদ নেই।
আমি শুনতে থাকলাম।
পাঁচ মাসের বেশি হয়ে গেল, লোকাল ট্রেনের চাকা গড়ায়নি কারণ করোনা।তাই জীবনের চাকাও প্রায় থেমে

গেছে,করোনার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে খিদে আর দাম।বহু হাজার কর্মহীন..কেউ অন্য পেশায় ভিড়ে গেছে. এসব খবরের দৌলতে আমার জানা।
আপনার নাম প্রশ্ন ছুড়ে দি আমি
উত্তর আসে বিপ্লব।
দিন চলতে থাকে।বিপ্লব কে দেখি মাঝেমাঝেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে অনর্গল কপচিয়ে যেতে,কখনও দাঁড়িয়ে যাই,বেকার সময় কাটানোর জন্য..নাকি বক্তিমের টানে জানা নেই।ধীরে ধীরে বাচিক সত্বার বাইরে আরও আবিষ্কার করি নানা প্রতিবাদী সত্বা।ভাবি বিপ্লব কি তাঁর সত্যি নাম নাকি রুপক নাম।
ক্রমে বাড়ত থাকল তাঁর প্রতিবাদী জমায়েত,লোকাল ট্রেনে হকার দের উঠতে দিতে হবে,হকারদের সরকারি সাহায্য দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।
কাজ না জুটলেও মিডিয়ার দৌলতে প্রাইম টাইম স্লট জুটে গেল এবং জুটে গেলেন তেনারা, যাদের ফুটপাতের হকাররাও মাসোহারা দেন, থানার ওসি'রা ওদের স্যার বলেন, রিকশাওলারা কাঁধের গামছায় ওদের সিট মুছে দেন। দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ থেকে পাড়ার পুজো যাদের হাত থেকে নাক সর্বত্র,সেই স্বঘোষিত দাদারা। রেলের চোখরাঙানি থেকে বাঁচতে অনেকেই হকাররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইউনিয়নের কার্ড করিয়ে নিল,মানুষের ধর্ম মেনে অধিকাংশই ''জল যে দিকে গড়াবে ছাতা সেই দিকে ধরতে হয়।''নীতি গ্রহণ করল। বিপ্লব পোস্টার মারতে পারত না, ঝান্ডা নাড়তে পারত না, ভোটের কাগজও বিলি করতে পারত না।অতএব যা হওয়ার তাই হল।
কিছুদিন পর দেখা বিপ্লবের সাথে- জিজ্ঞাসা করি, মাথায় ব্যান্ডেজ কেন?হাসল সে,বলল বিপ্লবের মাশুল।

বহুদিন পর আজ দেখা হল,আজও আমি অলসভাবে এসে হাজির হলাম।চৌমাথার মোড়ে নেতাজীর মূর্তির পাশে আজও মাইকের গর্জন, শব্দে কানে তালা লেগে গেছে, পুলিশ জানে,নেতাদের বক্তৃতা ডেসিবেল দিয়ে মাপা যায় না।আজও লোকারণ্য,ঘটনা সব আগের মতোই,সবই এক তফাৎ কেবল সামান্যই।আগের বার বিপ্লব ছিল স্বতন্ত্র এবার বিপ্লবে রঙ লেগেছে।বা বলা ভালো পার্টিতে বিপ্লব এসেছে।

বিপ্লব স্টেজ থেকে নামতে বললাম-জিজ্ঞেস করলাম এটা কি হল?এতদিনের যা যা বলেছিলেন সেই তুমি আর আজকের তুমি আকাশ পাতাল তফাত...
আমাকে থামিয়ে দিল বিপ্লব
আমি আর কি কি বলেছিলাম?
সব শুনে হেসে সে বলল-আমিও বিপ্লব
তবেআমার দৃষ্টিভঙ্গি এখন অন্য।
ঠিক বুঝতে পারলাম না-অক্ষমতা প্রকাশ করলাম আমি।
অর্থাৎ-খিদের সামনে, বিপ্লবের নেশা আর কতক্ষণ থাকবে।তখন বিপ্লবের নেশায় মনে হয়েছিল হকারদের স্বাধীন দাবি এক।এখন মনে হচ্ছে খিদের দামটাই আসল,এখন মনে পড়ছে স্বাধীনতার সুখের চেয়ে ভাতের স্বাদটাই আসল।

খালি পেটে বিপ্লব হয়না। মুখে স্বাদ নাই,খিদের বাদ নাই।
বুঝে চুপ করে রইলাম।কিছু অপর প্রান্ত থেকে ঘোষণা শুনলাম-টিফিন বিলি হচ্ছে। পা চালালাম,চপ মুড়ির

ঠোঙা যাতে মিস না হয়ে যায়।দৃষ্টিভঙ্গিই বটে।ভিড়টা ক্রমশ টিফিন মুখী হতে থাকল।
পিছনে কেবল রইল আবর্জনায় ঘেরা,ধূলোমাখা নেতাজীর মূর্তিটা,যেটা অচলদেশের পরিস্থিতির মতোই।